প্রথম আলো

তারিখ ... 4 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

‘গলাকাটা প্রবেশপত্র’

বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ভৈরব ●

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানান। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পাঠদানের বৈধতা হারাল। গেল বছর একই অভিযোগে বিদ্যালয়টির স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া হয়।

নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন জালিয়াতি করে গলাকাটা প্রবেশপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশের সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগে এ ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

কুলিয়ারচর আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয় সম্পর্কে ফাহিমা খাতুন বলেন, ‘এক কথায় আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয় বোর্ডের দৃষ্টিতে ভুয়া বিদ্যালয়। গেল বছর প্রতারণার বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। সে সময় বিদ্যালয়টির স্বীকৃতি বাতিল করা হয়। ওই আদেশ বহাল রাখা হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে প্রতিবছর প্রবেশপত্র জালিয়াতি ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এবার ২০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমপক্ষে ৪০ লাখ টাকা নিয়েছেন। প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তর, রাজনৈতিক মহল ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করতে বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা থাকে।

বোর্ডের জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, ‘কয়েকটি দপ্তরের সহযোগিতায় এই ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে। শুধু আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয় অপরাধের দায় নেবে, তা নয়। আমাদের কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত তা-ও শনাক্ত করা হবে এবং অভিযুক্ত হলে শাস্তি দেওয়া হবে।’

চেয়ারম্যান আরও জানান, বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক শাহিদুল খবির চৌধুরীকে প্রধান করে গতকাল একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। দলটি সোমবার কুলিয়ারচর পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে তদন্ত করবে।

একই সূত্র জানায়, বোর্ড নিশ্চিত হয়েছে এ ধরনের প্রতারণা করতে হলে আগে থেকে ভুয়া নাম ও ছবি দিয়ে নিবন্ধন করিয়ে রাখতে হয়। পরে পরীক্ষার্থীর ছবি বসানো হয়। সেই কারণে বোর্ড আগামী বছর থেকে নিবন্ধন ফরমের ছবি স্ক্যান করে প্রতিস্থাপন করবে। সে ক্ষেত্রে এ ধরনের জালিয়াতির কোনো সুযোগ থাকবে না।

> আগামী বছর সব বিদ্যালয়ে নিবন্ধন ফরমে স্ক্যান করে ছবি স্থাপন করা হবে
>
> ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন বলেন, ‘চলতি বছর থেকে আমরা ঢাকার ১০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন ফরমে স্ক্যান করে ছবি স্থাপন করেছি। আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয় ১০০টির মধ্যে ছিল না। থাকলে হয়তো তাদের পক্ষে এই ধরনের জালিয়াতি করা সম্ভব হতো না। আগামী বছর থেকে সব বিদ্যালয়ে এ ধরনের ব্যবস্থা করা হবে।’

আবুল কাসেম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৯৬ সালে। তখন থেকেই কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, নেত্রকোনাসহ আশপাশের কয়েকটি জেলার শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নানা কারণে ফরম পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থীদের একটি অংশ প্রবেশপত্র ও নিবন্ধন জালিয়াতির মাধ্যমে ওই বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ করে নেয়। তদন্তে প্রমাণ হয়েছে, এবারও ১০৪ জন গলাকাটা প্রবেশপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছে।

কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, আবুল কাসেম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতি এখন আর কারও আস্থা নেই। তাদের প্রতারণা আর জালিয়াতির বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। এসব কারণে বিদ্যালয়টি পাঠদানের নৈতিক ও আইনগত অধিকার হারিয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম মঙ্গলবার থেকে তাঁর মুঠোফোন দুটি বন্ধ করে রেখেছেন। তদন্ত দলের সদস্যরা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এ কারণে তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।